প্রথম আলো

তারিখ ... 23 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

উচ্চশিক্ষায় ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু

শরিফুজ্জামান ●

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম বর্ষে ভর্তির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফরম বিতরণ ও পরীক্ষার তারিখ চূড়ান্ত করেছে। এদের পরই শুরু হবে ভর্তিযুদ্ধ।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট চার লাখ ৪২ হাজার ৩৮৯ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২০ হাজার ১৩৬ জন, জিপিএ-৫ থেকে ৪ পেয়েছেন এক লাখ ২১ হাজার ৫৩১ জন, জিপিএ ৪>৩.৫ পেয়েছেন ৯৩ হাজার ২৬৮ জন এবং জিপিএ ৩.৫>৩ পেয়েছেন ৮৩ হাজার ৯৮৬ জন।

হিসাব অনুযায়ী, জিপিএ-৩ থেকে ৫ পেয়েছেন তিন লাখ ১৮ হাজার ৯২১ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, সাধারণ ও বিশেষায়িত কলেজে আসনসংখ্যা চার লাখ ৩৫ হাজার ১১২। তাই মন্ত্রণালয় বলছে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।

মেডিকেলে আসন সাত হাজার: সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা প্রায় সাত হাজার। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরকারি ১৭টি মেডিকেল কলেজে মোট দুই হাজার ২৫০টি আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ২৫ আগস্ট যেকোনো সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে ভর্তি ফরম নেওয়া যাবে, জমা দিতে হবে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

বুয়েট, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি: বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন ছয় হাজার ছাত্রছাত্রী। ইতিমধ্যে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

উচ্চশিক্ষায় ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিসংক্রান্ত নীতিমালা গতকাল শনিবার চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ১ থেকে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ৬ নভেম্বর থেকে। উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে গতকাল ডিনস কমিটির সভায় ভর্তিসংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র ১ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ক্রয় ও জমা দেওয়া যাবে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ১ থেকে ১২ নভেম্বরের মধ্যে।

আসন খালি থাকা: প্রতিবছর কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন শূন্য থাকে। একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে এই অবস্থার তৈরি হয়। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভর্তিসংক্রান্ত এক সভায় জানান, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ থেকে ৩৫ শতাংশ আসন ভর্তির পর খালি হয়ে যায়। তিনি বলেন, এক দিন ক্লাস করলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পর্যন্ত তাঁর অধিকার থাকে।

একই সভায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছিলেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। কেউ ভর্তি হয়ে চলে গেলে জরিমানা করা হয়। মাসে ৬০ শতাংশ হাজিরা না থাকলে কোনো ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারেন না।

সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক খন্দকার সিফাতেউল্লাহ বলেন, অটো মাইগ্রেশন পদ্ধতি থাকায় মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন শূন্য থাকে না। মেডিকেল কলেজে ভর্তি-প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে হয়। ফলে কোথাও আসন খালি থাকে না।

ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আসন যাতে খালি না থাকে সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নজর দেবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় দুই লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কত শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবেন, তার নির্দিষ্ট তথ্য পরিসংখ্যান নেই। প্রথম সারির কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকিগুলো ন্যূনতম যোগ্যতা থাকলেই শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে।

মাঠে নেমেছে 'সওদাগররা': ভর্তি সামনে রেখে উচ্চশিক্ষার নামে সনদ বিক্রেতা একশ্রেণীর ভুয়া, অযোগ্য ও অবৈধ প্রতিষ্ঠানও চটকদার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বিদেশি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা এ দেশে বৈধ নয়। তবুও বাহারি নামের কয়েকটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের শাখার নামে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখায় ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেও তা মানা হচ্ছে না। মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী ঢাকার বাইরে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা এখন আর বৈধ নয়। দূরশিক্ষণ কার্যক্রমও বন্ধ রাখা হয়েছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি যেসব প্রতিষ্ঠান কালো তালিকাভুক্ত করেছে, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শাখা অবৈধ ঘোষণা করেছে, সেখানে কোনো শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়া উচিত নয়।